

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম. সাখাওয়াত হোসেনকে বলছি

কাজী জহিরুল ইসলাম

২০০৫-এর জুলাই মাসে বাংলাদেশের একটি মিডিয়া টিম আসে আইভরিকোস্ট ভিজিট করতে। এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম. সাখাওয়াত হোসেন। দলের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে নয়া দিগন্তের চীফ রিপোর্টার মাসুমুর রহমান খলিলী, চ্যানেল আই-এর সিনিয়র রিপোর্টার মাহবুব মতিনসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রায় এক ডজন সাংবাদিকমী ছিলেন। আমরা অনুসির (ইউনাইটেড নেশনস অপারেশনস ইন আইভরিকোস্ট) সাপোর্ট কম্পানির লনে বসে আড্ডা দিচ্ছি। পাশের লেগুন থেকে নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া ভেসে আসছে। একদল বাংলাদেশী সাংবাদিকের মুখর আড্ডায় জমে ওঠা একটি চমৎকার বিকেল। আশে-পাশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা সৈনিকেরা ছন্দময় গতিতে হাঁটাহাঁটি করছে। কেউ কেউ সিনিয়র অফিসারদের দেখে খটখট করে একটি স্যালুট ঠুকে দিচ্ছে। নির্মীয়মান সেব্রোকো ক্যাম্পাসের সুশৃঙ্খল ছলছুলের ভেতর একদল বেসামরিক বাংলাদেশীর উপস্থিতি পরিবেশটিতে একটি ভিন্ন মাত্র যোগ করেছে। দেখলাম ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত একটু দূরে বসে চায়ের কাপ হাতে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে হাসছেন। আমি কাছে এগিয়ে যেতেই বললেন, আমি কিন্তু আপনার লেখা পড়েছি। আর দশজন লেখকের মতো আমিও এ ধরনের মন্তব্যে বেশ খুশি হলাম। এরপর তিনি বললেন, আপনিতো চট্টগ্রামের ওপর কিছু লিখেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, লিখেছি। একসময় চট্টগ্রামের হাজারী দিঘির কিংবদন্তিসহ বেশকিছু আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও নিদর্শনসমূহের ওপর ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক বেশ কয়েকটা ফিচার করেছিলাম। কিন্তু তখনো আমি বুঝতে পারিনি তিনি আসলে কি ইঙ্গিত করতে চাইছেন।

মিডিয়া টিম চলে যাওয়ার পরে দেখি বাংলাদেশী সেনাকর্মকর্তারা আমার সাথে আর আগের মতো উষ্ণ আচরণ করছেন না। সিগন্যাল কম্পানির কমান্ডার লে. কর্নেল খালেকের সাথে আমার সখ্য আর দশজনের চেয়ে একটু বেশি। তাকে আমি খুব কাছের মানুষ মনে করি। যে কোন কথা অবলীলায় তার সাথে শেয়ার করা যায়। খালেক ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, বিষয় কি? তিনি বললেন, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে বই লিখবেন আর আমরা আপনার সাথে বন্ধুত্ব করবো এটা কি করে হয়? আমি তখন আকাশ থেকে পড়লাম। আর্মির বিরুদ্ধে বই লিখেছি, কথাটার মানে কি? কথাটার মানে আমি এই দেড় বছরেও আবিষ্কার করতে পারিনি। হয় ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত আমার নামের সাথে মিল আছে এমন কোন লেখকের সাথে আমাকে মিলিয়ে ফেলেছেন। অথবা আদৌ বিষয়টার কোন ভিত্তি নেই, কেউ একটা গুজব ছড়িয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াতকে অভিযুক্ত করার জন্য আমি এই লেখার অবতারণা করিনি। মূলত তাকে একটা অনুরোধ করতে চাই। ক্রিসমাসের ছুটিতে আবিদজান শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে একটু নিঃশ্বাস ফেলা যায় কি-না এই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। বাংলাদেশের যে তিনটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাটেলিয়ন আছে আইভরিকোস্টে তার দুটি কভার করা যায় ইয়ামুসুক্রে এবং জেনুলা ভিজিট করে এলো। চার'শ কিলোমিটার ড্রাইভ করে এসে জেনুলা পৌঁছলাম। রাতে খাওয়ার টেবিলে কথা উঠলো বাংলাদেশ আর্মির ক্যাজুয়ালটি নিয়ে। দেশে বিদেশে অপারেশনে অংশগ্রহণকালে কিংবা দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে অনেক সেনাসদস্য প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ আর্মির ওয়েবসাইটটি খুললে এ সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, আর্মির তত্ত্বাবধানে এমন কোন বইপত্রও প্রকাশ হয়নি, যেখানে

এইসব নিহত সেনাসদস্যের প্রোফাইল পাওয়া যেতে পারে। যেখান থেকে লেখালেখির জন্য আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। তবে আমি একথা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্কাইভে রক্ষিত ফাইলপত্র খুঁজলে প্রতিটি ক্যাজুয়ালটির বিশদ বিবরণসহ নিহত সেনাসদস্যের জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যাবে। মুক্তিযুদ্ধের পরে দেশে বিদেশে বিভিন্ন অপারেশনে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শত শত সেনাসদস্যকে নিয়ে এক-আধটি তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন ছাড়া আর তেমন কোন আলোচনা বা লেখালেখি হয়নি। আমার পরামর্শ হলো, যেসব সেনাসদস্য অপারেশন করতে গিয়ে বা কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে দেশে-বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে নিয়ে, বিশেষ করে জাতিসংঘের পিসকিপিং মিশনে যেসব সেনাসদস্য তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাদেরকে নিয়ে, অপারেশনের বর্ণনাসহ তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রোফাইল এবং ছবি সংবলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। আমাদের মিলিটারী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে সচল লেখক হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত। তিনি ক্রমাগত লিখতে পারেন। বইপত্র বা ডকুমেন্ট ঘেটে বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরীতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া বাংলাদেশ আর্মির আর্কাভে সংরক্ষিত ফাইল-পত্রে একজন স্বীকৃত নিরাপত্তা বিশ্লেষক হিসাবে এবং একজন সাবেক উর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তা হিসাবে অন্য অনেকের চেয়ে তার এক্সেস অনেক বেশী বলে আমার ধারণা। তিনি যদি এই উদ্যোগটি নেন এবং সফল হন তাহলে একদিকে দেশ-বিদেশের মানুষ যেমন বাংলাদেশ আর্মির বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কথা জানতে পারবে অন্যদিকে যারা লেখালেখি করেন তাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার উন্মুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতে যারা ইতিহাস রচনা করবেন তাদের কাজটিও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৫ ডিসেম্বর, ২০০৬